দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 20 NOV 1996
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

78

বোর্ডের কম্পিউটার প্রসঙ্গ

কম্পিউটারের ব্যাপার নিয়ে বেশ কিছুটা হৈচৈ শুরু হয়েছে শিক্ষাবোর্ডগুলোয়। বিষয়টি নিয়ে বেশকিছু কথা শোনা যাচ্ছে। ঢাকায় রয়েছে কেন্দ্রীয় কম্পিউটার বোর্ড। এই কেন্দ্রীয় বোর্ডের বিরুদ্ধে উঠেছে সীমাহীন অব্যবস্থার অভিযোগ, দুর্নীতির অভিযোগ ইত্যাদি। কম্পিউটার ব্যাপারটি খুব বেশি দিন আগের নয়। আমাদের দেশে চালু হয়েছে খুব বেশি দিনও হয়নি। উন্নত দেশগুলোয় অনেকদিন আগেই এর ব্যবহার শুরু হলেও এই প্রযুক্তিটি তুলনামূলকভাবে নতুনই। সাম্প্রতিককালে এর অবাক করা উন্নতি হয়েছে। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ হচ্ছে। মানুষের নানারকম কাজকর্মকে কম্পিউটার সহজ, স্বচ্ছন্দ, আরামদায়ক ও সুন্দর করে তুলেছে। উন্নত দেশগুলোয় শিক্ষা, গবেষণা, কৃষি, চিকিৎসা, ব্যবসাবাণিজ্যসহ নানা ক্ষেত্রে কম্পিউটারের ব্যবহার ব্যাপক। শিক্ষাক্ষেত্রেও এর ব্যবহার এদেশে শুরু হয়েছে কিছুকাল আগে। দেশের এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশের কাজও এখন চলছে কম্পিউটারের মাধ্যমে। মূলত ১৯৯৪ সাল থেকে এই প্রক্রিয়ার সূচনা। বলার অপেক্ষা রাখে না, কম্পিউটার মানেই উন্নত কাজের নিশ্চয়তা, বিপুল শ্রম-সাশ্রয়ের নিশ্চয়তা। এই সুবিধাই এর ব্যবহারের পিছনে কাজ করছে। কম্পিউটারের মাধ্যমে বোর্ডের ফল প্রকাশের কাজ শুরু হওয়ায় ফল প্রকাশের জটিল ও শ্রমসাধ্য প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত সহজ হয়ে ওঠে। তবে কয়েকটি ক্ষেত্রে এ ব্যাপারে সমস্যাও দেখা দেয়। ফল প্রকাশের ক্ষেত্রে কিছু ত্রুটি দেখা দেয়ায় তা বেশ জটিলতা সৃষ্টি করেছিল। ৩৮ নম্বরের জটিলতার বিষয় এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। সেট কোডের ব্যাপারটিও এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্যযোগ্য। এ বিষয়টি পরীক্ষার্থীদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করে। পরবর্তীকালে প্রধানমন্ত্রী এ নিয়ে উদ্যোগ নেন এবং বোর্ড পরে গড় নম্বরের ব্যবস্থা করে ভুক্তভোগী ছাত্রছাত্রীদের ফল প্রকাশের ব্যবস্থা করে। এ প্রসঙ্গে রাজশাহী বোর্ডের মেধা তালিকার ব্যাপারটিও উল্লেখ করার মতো। যার জন্য পরীক্ষার্থী এবং তাদের অভিভাবকদের মধ্যে কম্পিউটার পদ্ধতির ব্যাপারেই ঘোর সংশয় সৃষ্টি হয়। এদিকে দেশের চারটি বোর্ডের সমন্বয়ে গঠিত আন্তঃশিক্ষা বোর্ড কর্মচারী ফেডারেশন অবলম্বন করেছে আন্দোলনের পথ। ফেডারেশন তুলেছে নিজ নিজ কেন্দ্রে কম্পিউটার কেন্দ্রের স্থানান্তরের দাবি। এ ব্যাপারে পত্রিকান্তরে প্রকাশিত এক তথ্যে জানা যায়, ঐ স্থানান্তরের দাবির ব্যাপারে ১৩টি কারণ তুলে ধরা হয়েছে। ঐ ফেডারেশনের আহ্বানে দেশের ৪টি শিক্ষাবোর্ডে গত ১৪ নবেম্বর হতে শুরু হয়েছে ধর্মঘট। প্রকাশিত ঐ খবর অনুযায়ী, কম্পিউটার সেল স্থাপন সংক্রান্ত দাবি না মানা পর্যন্ত ধর্মঘট চলবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আর ঐ খবরেই জানা যায়, ঐ সময় পর্যন্ত এই সমস্যাটি নিয়ে উচ্চ মহলে কোন কথাবার্তা হয়নি।

বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহ নেই। কম্পিউটার একটি সর্বাধুনিক প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি। দেশের শিক্ষাঙ্গনে একে কাজে লাগানোর সিদ্ধান্তটি নিঃসন্দেহে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। ঢাকায় এই কেন্দ্রীয় কম্পিউটার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার পর কিছু কিছু অঘটন ঘটলেও ফল প্রকাশের ক্ষেত্রে কাজ যে অত্যন্ত সহজ হয়ে গেছে তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। আজকের যুগে যেখানে যেখানে সম্ভব সেখানে কম্পিউটার প্রয়োগের চিন্তা করাই খুব স্বাভাবিক ব্যাপার। কম্পিউটার ব্যবহারের ক্ষেত্রে এরই মধ্যে যেসব ত্রুটি দেখা দিয়েছে অনেক ছাত্রছাত্রীর জীবনে সেগুলো নানাবিধ বিড়ম্বনা সৃষ্টি করলেও একটি বিষয় যথাযথভাবে বিবেচিত হওয়া উচিত। যেসব ভুল ইতোমধ্যে ঘটে গেছে এবং ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়, সেসব ক্ষেত্রে এই যন্ত্রটি আসলে কতখানি দায়ী? আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার বিস্ময়কর অবদান কম্পিউটারকে বাদ দিয়ে উন্নয়ন-অগ্রগতি আজকের যুগে অচিন্ত্যনীয়। কম্পিউটারের ব্যবহার বিষয়ে একটি কথা বলা যায়, সেটি হচ্ছে আধুনিক এই প্রযুক্তিকে আধুনিক মন নিয়ে আধুনিক চিন্তাভাবনার দ্বারাই ব্যবহার করতে হবে। কম্পিউটার ব্যবহারের লক্ষ্য কাজকর্মের সহজ, নিখুঁত ও দ্রুত সম্পাদন। সেই লক্ষ্যই সামনে রাখা জরুরী। শিক্ষাবোর্ডে ব্যবহৃত কম্পিউটার কেন্দ্র বিষয়ে যে কথা উঠেছে , তার এমন সুন্দর ও সহজ সমাধান হওয়া উচিত যা কম্পিউটার ব্যবহারের লক্ষ্যকেই এগিয়ে নিতে পারে। কোনক্রমেই যেন তাকে ব্যাহত না করে। এখন কম্পিউটার নেটওয়ার্ক এমন হয়ে উঠছে যাতে গোটা দুনিয়া এক অবিচ্ছিন্ন পরিবারে সম্পৃক্ত হচ্ছে। এই অবস্থায় পৃথক পৃথক কম্পিউটার কেন্দ্র গঠন কিংবা কেন্দ্রীয়ভাবে কম্পিউটার কেন্দ্র থাকা,- কোন্‌টা প্রয়োজন এবং সুবিধা ও লাভজনক তা বিশেষজ্ঞদের দ্বারা নির্ধারিত হওয়া উচিত। আগে কম্পিউটার ব্যবহারের ক্ষেত্রে যেসব ত্রুটি দেখা গিয়েছিল সেগুলো শোধরানো যায় না এমন নয়। আবার কম্পিউটার প্রয়োগের আগে কখনও কোন অনিয়ম, ভুলত্রুটি হয়নি তাও বলা যাবে না। জানা যায়, ঢাকায় কেন্দ্রীয় কম্পিউটার কেন্দ্রের মতো কেন্দ্রীয় বোর্ড করা যায় কিনা সে ব্যাপারে চিন্তাভাবনা চলছে। আমরা মনে করি, সকল বিষয় শিক্ষার সঙ্গে দেশের অগণিত শিক্ষার্থীর পরীক্ষার ফলাফলের সঙ্গে সম্পর্কিত। এই ক্ষেত্রটিতে যাতে সকল কাজকর্ম নিখুঁত করা যায়, সহজে দ্রুত সম্পাদন করা যায়, সে চেষ্টাই জরুরী। এই ক্ষেত্রে একমাত্র শিক্ষার্থীদের স্বার্থই বিবেচিত হওয়া উচিত। বর্তমানে কম্পিউটারের ব্যাপার নিয়ে যে পরিস্থিতি চলছে তা অব্যাহত থাকলে আগামী বছরের এসএসসি পরীক্ষা নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে কিনা সে ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে। আমরা মনে করি, বোর্ডের কম্পিউটার সংক্রান্ত বিষয়ের দ্রুত সহজ সমাধান জরুরী। যে উদ্দেশ্যে এবং যাদের স্বার্থে এই ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে– কম্পিউটার সম্পর্কিত সাম্প্রতিক ঘটনাধারায় সেই উদ্দেশ্য ও স্বার্থ যেন ক্ষুণ্ন না হয়! লক্ষ্য হচ্ছে– কাজকে নিখুঁত-নির্ভুল ও সহজ করা এবং স্বার্থ হচ্ছে দেশের অগণিত ছাত্রছাত্রীর সত্যিকার স্বার্থ! এর বাইরে কোন বিবেচনা এবং আবেগ যাতে এক্ষেত্রে প্রাধান্য না পায়– সেটাই নিশ্চিত করতে হবে, অন্য কিছু নয়।